দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...10 NOV 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে নানা সমস্যা॥ শিক্ষা ব্যাহত

কুমিল্লা সংবাদদাতা ॥ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরিসর ফটক, শিক্ষক ল্যাবরেটরী, রেজিষ্ট্রেশন ও আবাসিক সমস্যা জর্জরিত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

১৯৯২ সালের ১৫ই আগষ্ট ৬০ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী লইয়া কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ পুরাতন চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনে শুরু হয়। বর্তমানে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৯ জন ছাত্রীসহ মোট ১৫০ জন। ছাত্রীরা পুরাতন ছাত্রাবাসে এব ছাত্ররা থাকে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি ভাড়া বাড়ীসহ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে, যেগুলিতে শিক্ষার কোন পরিবেশই নাই। ছাত্রীবাসে কোন

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কুমিল্লা মেডিকেল

(৩য় পৃঃ পর)

বেষ্টনী দেওয়াল নাই, বারান্দায় কোন গ্রিল নাই। আগামী সেশনে আবাসিক সমস্যা আরও প্রকট হইবে।

নামেমাত্র মেডিকল কলেজটিতে স্বল্প পরিসর মাত্র তিনটি শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষার্থীদের তিনটি ব্যাচ, পরিসরের অভাবে এক সঙ্গে ক্লাস করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ফিজিওলজি ও বাইও কেমেষ্ট্রির জন্য আলাদা ল্যাবরেটরী না থাকায় একই ল্যাববেটরীতে কোন রকমে কাজ চালাইতে হয়। এনাটমি ডিসেকশন সংকুলান হওয়ার মত কোন কক্ষ নাই। হিষ্ট্রলজি ল্যাবরেটরী যে ধরনের কক্ষ প্রয়োজন তাহাও নাই। সাধারণ ক্লাস কোন রকমে চালান হইতেছে। লেকচার ক্লাসে গাদাগাদি করিয়া ৫০ জন বসিতে পারে। কর্তৃপক্ষের আবেদনে এনাটমি বিল্ডিং তৈরীর নির্দেশ আসে এবং কয়েকমাস পূর্বে পূর্তমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, অর্থ বরাদ্দ হয়, ঠিকাদারের কার্যাদেশ আসে কাজ শুরু, হইতেছে না।

মেডিকেল শিক্ষার্থীদের অতি জরুরী লাইব্রেরী জন্য কোন কক্ষ নাই। পুরাতন চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষের আবাসেই কথিত লাইব্রেরী চালান হইতেছে। কোন রিডিং রুম নাই।

আগামী জানুয়ারীতে তৃতীয় বর্ষ শুরু হইলে আবাসিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মকোলজি, প্যাথলজি, ফরেনসিক মেডিসিন কমিউনিটি মেডিসিনের শ্রেণীকক্ষের সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিবে। মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী, ই,এন,টি, অর্থোপেডিক্স, পেডিএট্রিক্স, 'আই' ইত্যাদির ক্লিনিক্যাল ক্লাসের সার্বিক ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। ২৫০ শয্যার কুমিল্লা আধুনিক হাসপাতালকে এখনও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয় নাই। উল্লেখিত বিষয়সমূহের জন্য এই পর্যন্তও শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা হয় নাই।

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ প্রকল্প পরিকল্পনাটি এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। পরিকল্পনায় কেবলমাত্র মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ এবং টিচার ও ষ্টাফ প্যাটার্ন ধরা হইয়াছে। এ পর্যন্ত কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন পায় নাই, ফলে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হইতেছে না। কোন অবস্থানই এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই। তৃতীয় বর্ষ শুরু হইলে শিক্ষকের অভাবে ক্লাস করা সম্ভব হইবে না। ল্যাবরেটরী সহকারী অন্যান্য কর্মচারীর অভাব প্রকটভাবে দেখা দিবে। বর্তমানে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ৫ জন ও ৯ জন প্রভাষক রহিয়াছেন। কোন আবাসিক ব্যবস্থা নাই। পূর্তমন্ত্রী হাউজিং এষ্টেটে শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার অঙ্গীকার করিয়াছে। কিন্তু জায়গা হস্তান্তর করা নাই, এমন কি কোন পদক্ষেপও নেওয়া হয় নাই। এখানে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর সংখ্যা ৪২। তাহাদের এখনও আত্মীকরণ হয় নাই। তাহারা এখনও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের। কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরাপুরিভাবে গ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্ট্রেশন, আবাসিক ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরী, ছাত্রাবাসসহ প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ, ক্লিনিক্যাল ক্লাসের প্রয়োজনে আধুনিক হাসপাতালকে ৫ শত শয্যায় উন্নীত করিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিকট হস্তান্তরসহ সকল সমস্যা নিরসন করিয়া কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করার জন্য জেলাবাসী আবেদন জানাইয়াছে।